সংবাদ

006

তারিখ ... ২৬.৫.৮৫
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ

সোনালী ব্যাংক উচ্চ শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য ৩০টি খাতে ঋণ দেবার এক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ব্যাংক প্রথম পর্যায়ে কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাষ্টার ডিগ্রীধারী বেকার যুবক এবং কর্মহীন প্রকৌশলী ও ডাক্তারদের মধ্যে গ্রুপ ভিত্তিতে এই ঋণ প্রদান করবে বলে গত ২৪শে এপ্রিল সংবাদ-এ প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা গেছে।

দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার প্রেক্ষাপটে নিঃসন্দেহে এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। খবরে বলা হয়েছে, শতকরা ১২ ভাগ সুদে ৩ বছরের জন্য ৪ জন শিক্ষিত বেকারের এক একটি গ্রুপ গঠন করে এই ঋণ দেয়া হবে। তবে ২ বছরের মধ্যে এই ঋণ শোধ করতে পারলে শতকরা ১ ভাগ সুদ রেয়াত দেয়া হবে। আশা করা হচ্ছে, এর ফলে ঋণ পরিশোধ বা ঋণ আদায় ত্বরান্বিত হবে। ব্যাংক এবং গ্রহীতা উভয়েই উপকৃত হবেন।

যেসব খাতে ঋণ প্রদান করা হবে তার মধ্যে রয়েছে হাঁস-মুরগীর খামার, গবাদিপশু পালন, তাঁত শিল্প, দর্জির ব্যবসা, আটা কল স্থাপন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, হস্তশিল্প ও সূচিকর্ম, পুস্তক ব্যবসা, ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা, রেস্তোরাঁ স্থাপন, শপিং সেণ্টার, পরিবহণ ব্যবসা, পোশাক প্রস্তুতের কারখানা, ক্লিনিক স্থাপন, প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী স্থাপন, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি মেরামত কারখানা ইত্যাদি।

প্রাপ্ত ঋণ বা পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র বা পরিধি মোটামুটি বিস্তৃত। এর ফলে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত বেকার যুবক থেকে শুরু করে কর্মহীন ডাক্তার বা প্রকৌশলীরা তাদের শিক্ষা, মেধা ও পছন্দ অনুযায়ী ক্ষেত্রে তা কাজে লাগাতে পারবেন।

আজকে শিক্ষিত তরুণ সমাজের মধ্যে যে হতাশা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খলতা বা বিপথগামিতা লক্ষ্য করা যায় তার একটি কারণ তাদের শিক্ষা-পরবর্তী ভবিষ্যৎ জীবনের অনিশ্চয়তা। একদিকে চাকরির অভাব অন্যদিকে পুঁজির স্বল্পতা। সোনালী ব্যাংকের এই ঋণদান কর্মসূচী তাদের হতাশা থেকে উদ্ধারের একটি শুভসূচনা হিসাবে কাজ করতে পারে।

অস্বীকার করার উপায় নেই, শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ আমাদের কম। উন্নাসিকতায় আক্রান্ত অনেকেই। ব্যাংক যেসব ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করছে সেসব ক্ষেত্রে কর্মহীন উচ্চ শিক্ষিতরা এগিয়ে আসলে আশা করা যায় এ মানসিকতা ক্রমে বদলাবে। সেই সঙ্গে পণ্য ও সার্ভিসের মানও উন্নত হবে। শিক্ষিত বেকারদের কর্মসূচীর জন্য সোনালী ব্যাংক কর্তৃক ঋণ দানের ৩০টি খাতে এমন অনেক খাত রয়েছে যেখানে কম শিক্ষিত বেকারও উপকৃত হতে পারে। যেমন দর্জির কাজ, সুচি শিল্প, পশু পালন, হাঁস-মুরগীর খামার ইত্যাদি। সোনালী ব্যাংক এসএসসি অথবা এইচএসসি পাস শিক্ষিত বেকার যুবকদের এ ধরনের খাতে ক্ষুদ্র পুঁজির ব্যবস্থা করে দিতে পারে। তাহলে হাজার হাজার এসএসসি ও এইচএসসি পাস বেকার যুবক কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। দ্বিতীয়তঃ পৌনে ৪ লাখ টাকা একটি মিনি বাসে বিনিয়োগ না করে এর চেয়ে কম অর্থ আয় ও লাভজনক কোন খাতে ব্যয় করা যায় কিনা, তাও ভেবে দেখতে হবে। তবে সোনালী ব্যাংকের একার পক্ষে দেশের বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থান করা সম্ভব নয়। সেজন্য অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংককেও এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে শুধু মাষ্টার ডিগ্রীধারী নয়, কম শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানও সহজতর হবে।

সম্প্রতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা গেছে যে, বড় অঙ্কের ঋণের পরিশোধ রেকর্ডের চেয়ে ক্ষুদ্র অঙ্কের ঋণের পরিশোধ রেকর্ড অনেক ভাল। সেই বিবেচনায়ও বাণিজ্যিক বা স্পেশালাইজড ব্যাংকগুলোরও নিজেদের স্বার্থে এক্ষেত্রে এগিয়ে আসা উচিত বলে আমরা মনে করি।

সোনালী ব্যাংক শিক্ষিত বেকারদের ঋণদানের যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তাতে ঋণের টাকা অন্য খাতে খরচ করার অবকাশ থাকবে না। কারণ ঋণগ্রহীতাদের নগদ অর্থ না দিয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ কিনে দেয়া হবে। তবে যেহেতু ঋণগ্রহীতারা ব্যবসা বা শিল্প ক্ষেত্রে নতুন সেহেতু তাদেরকে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে পরামর্শ সার্ভিস প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারলে তারা উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

এই কর্মসূচী সফল করার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ঋণগ্রহীতাদের আন্তরিকতা, সঠিক পরিকল্পনা এবং কর্মতৎপরতা। তাঁরা সফল হলে এই ঋণদান কর্মসূচী সারাদেশে সম্প্রসারণ এবং চালু করার জন্য ব্যাংকগুলো শুধু উৎসাহই পাবে না, নৈতিকভাবে বাধ্যও থাকবে। তাই আশা করি, ঋণগ্রহীতারা এ ব্যাপারে সর্বাধিক যত্নবান হবেন।